بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুমআ

"হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর প্রতি শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির নিমিত্তে ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসার কোন দৃষ্টান্ত যদি দেওয়া সম্ভব হয় তবে তা কেবলমাত্র হযরত মৌলানা নুরুদ্দীন (রাঃ)এর দৃষ্টান্ত এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আনুগত্যের অঙ্গীকার করার পর এর অসীম পর্যায়ের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে তার উপর প্রতিষ্ঠা থাকার উদাহরণ যদি দেওয়া যায় তবে তা কেবলমাত্র হযরত মৌলানা নূরুদ্দিন (রাঃ) এর সম্ভব। সমস্ত পার্থিব সম্পর্কের উর্দ্ধে বয়াতের অধিকার রক্ষার্থে যদি কেউ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর সহিত সম্পর্ক স্থাপন করেছেন তবে তার উন্নততম দৃষ্টান্ত হলো হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রাঃ) এর।"

সৈয়দনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডনে প্রদত্ত ১৩ই নভেম্বর, ২০১৫-এর জুমআর খুতবার কিয়দংশ

তাশাহুদ, তাউজ ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) বলেন,- হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রাঃ) এর হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর সহিত যে ভালবাসা ও অনুরাগের সম্পর্ক ছিল তা প্রত্যেক সেই আহমদী জানেন যারা তাঁর সম্পর্কে কিছু না কিছু পড়েছেন। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর প্রতি শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির নিমিত্তে ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসার কোন দৃষ্টান্ত যদি দেওয়া সম্ভব হয় তবে তা কেবলমাত্র হযরত মৌলানা নূরুদ্দীন (রাঃ)এর দৃষ্টান্ত এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আনুগত্যের অঙ্গীকার করার পর এর অসীম পর্যায়ের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে তার উপর প্রতিষ্ঠা থাকার উদাহরণ যদি দেওয়া যায় তবে তা কেবলমাত্র হযরত মৌলানা নূরুদ্দিন (রাঃ) এর সম্ভব। সমস্ত পার্থিব সম্পর্কের উর্দ্ধে বয়াতের অধিকার রক্ষার্থে যদি কেউ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর সহিত সম্পর্ক স্থাপন করেছেন তবে তার উন্নততম দৃষ্টান্ত হলো হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রাঃ) এর। দাসত্ব পর্যায়ের অবিশ্বাসনীয় দৃষ্টান্ত ও নমুনা যদি কেহ প্রতিষ্ঠা করে থাকেন তবে তিনি হলে হযরত হাকীম মৌলানা নূরুদ্দিন (রাঃ)। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর সম্মুখে বিনয় ও নম্রতার যদি আমাদের কেহ সীমাহীণ উন্নতম পর্যায়ে দৃশ্যমান হন তো জামাত আহমদীয়ার ইতিহাসে তারও উচ্চ পর্যায়ের দৃষ্টান্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রাঃ) স্থাপন করেছেন এবং যুগের ইমাম হযরত মসীহ মাওউদ আলায় সালাতো ওয়াসসালামের সেই সম্মান ও মর্যাদা লাভ করলেন যা আর কেউ লাভ করতে পারেনি। তিনি (আঃ) হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রাঃ) সম্পর্কে বলেন যে,- 'পে খুশবু দে অগর জামাত নূরদিন বুদে'। অর্থাৎ- 'কত সুন্দর হতো যদি উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তি নূরুদ্দিন হয়ে যেত'।

অতএব এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্মান যা কিনা যুগের ইমাম তাঁর মান্যকারীদের জন্য প্রত্যেক বস্তুর মাপকাঠি বা মান হযরত মৌলানা নূরুদ্দীনের মানকে বানিয়েছেন যে, প্রত্যেকে যদি নূরুদ্দীন সাদৃস হয়ে যায় তাহলে এক বিপ্লব সাধন হতে পারে। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) হযরত হাকীম মৌলানা নূরুদ্দীন খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রাঃ) এর কিছু ঘটনা বর্ণনা করেছেন এই ঘটনাগুলি পড়ে মনীব ও দাস এবং গুরু ও শিষ্যের দুই পক্ষের সম্পর্ক ও ভালবাসার দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়। নম্রতা ও ভদ্রতার উদাহরণও পরিলক্ষিত হয়। আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততার দৃষ্টান্তও পরিলক্ষিত হয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রাঃ) এর ত্যাগের পর্যায় ও আনুগত্যের উচ্চমানের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করতে গিয়ে এক স্থানে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে,- এক বার তিনি যখন কাদিয়ান আগমন করেন তখন হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন,- আমার নিকট আপনার সম্পর্কে ইলহাম (ঐশী বাণী) হয়েছে যে, যদি আপনি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন তবে নিজ সম্মান হারাবেন। তা শুনে তিনি স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের নামও নিতেন না। সে সময় তিনি তাঁর গ্রাম ভেরাতে এক অপূর্বসুন্দর গৃহ নির্মাণ করছিলেন। কতক সঙ্গী তাঁকে বলেনও যে, আপনি একবার অন্তত: গিয়ে গৃহ পরিদর্শন করে আসুন, কিন্তু তিনি (রাঃ) বলেন যে,- আমি সেটিকে খোদাতাআলার নিমিত্তে পরিত্যাগ করেছি তবে তার দর্শনের কি প্রয়োজন?

এরপর হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করে বলেন যে,- যখন আঞ্জুমান এর কিছু হর্তাকর্তা নিজেদেরকে জ্ঞানী মনে করতে লাগলো এবং পার্থিবতার রং তাদের উপর প্রাধান্যতা লাভ করছিল, বহু সমস্যা যখন আঞ্জুমানে উপস্থাপিত হতে থাকে প্রায়শই হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রাঃ) এবং হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)এর মন্তব্য অনুরূপ হতো এবং কিছু অন্যান্য নেতৃস্থানীয় সদস্যদের ভিন্ন হতো। যাইহোক এমনই এক পরিস্থিতিতে এক সভায় প্রশ্ন উপস্থাপিত হলো, তালিমুল ইসলাম হাই স্কুলকে বন্ধ করার মামলা উপস্থাপিত হলো। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) তা বন্ধ করার বিপক্ষে ছিলেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল এর রায়ও এই ছিল যে স্কুল বন্ধ করা সমীচীন হবে না। সেই ঘটনার উপর বেশ বড় ধরনের তর্ক-বিতর্ক হতে থাকে অবশেষে সিদ্ধান্ত হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর নিকট উপস্থাপিত হওয়ার ছিল,

হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল যেহেতু শ্রদ্ধা-ভক্তির কারণে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর সম্মুখে কথা বলার সাহস করতেন না, তাই তিনি আমাকে তাঁর মাধ্যম ও সাধন বানিয়েছিলেন, তিনি আমাকে যা বলে দিতেন তা আমি হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) কে পৌঁছে দিতাম। শেষে আল্লাহতাআলা আমাদেরকে জয়যুক্ত করলেন। তা হতে হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়ালের হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর প্রতি শ্রদ্ধাবনত হওয়া বা ভক্তির বিষয়টি জানা যায়।

হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়ালের অন্ত:দৃষ্টির কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তাঁর ঈমান বা বিশ্বাসের কথা বলতে গিয়ে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) এক স্থানে বলেন যে এ বর্ণনা করতে গিয়ে যে,- জাতিগঠন কিভাবে হয়, ব্যক্তি মাধ্যমে জাতিগঠন হয় এবং জাতি মাধ্যমে ব্যক্তি গঠিত হয়। উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি, জ্ঞানী ও পুণ্যবান ব্যক্তি জাতির বহুল উপকার সাধন করতে পারে এবং মহান ও উন্নত উদ্দেশ্যাবলী পুণ্যবান মানুষের হাতে এসে প্রচুর উপকারী স্বাবস্ত্য হয় আবার এও বর্ণনা করেন যে, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)ও জামাত প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর সাথেও আল্লাহাতআলা এই আচরণ করেন যে তাঁর (আঃ)এর দাবীর প্রারম্ভেই কিছু এমন ব্যক্তি তাঁর উপর বিশ্বাস আনয়ন করেন যারা কিনা ব্যক্তিগত যোগ্যতা এবং দক্ষতার ক্ষেত্রে সর্বত্তম দাসত্ব প্রদান করতে সক্ষম ছিলেন এবং এই কাজে তাঁর (আঃ) এর সাহায্যকারী ছিলেন যা আল্লাহতাআলা তাঁর অধীনে করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়ালও ছিলেন। এক ব্যক্তি ছিলেন যিনি হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর প্রতি কু-ধারণা পোষণ করতো, তাঁর (আঃ)এর পুস্তক হতে নবুয়তের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকা সম্পর্কিত বিষয়টি পাঠ করে সেই ব্যক্তি নিজ সাথে কিছু মানুষকে নিয়ে ক্ষুব্ধাবস্থায় হযরত মৌলবী সাহেবের নিকটে যায়। তাঁর নিকট উপস্থিত হলে সেই ব্যক্তি হযরত মৌলবী সাহেবকে বলে যে,- যদি কোন ব্যক্তি বলে যে আমি জগতবাসীর নিকট অবতারস্বরূপ প্রেরীত হয়েছি, এবং রসূল করীম (সাঃ) এর পর উম্মতে মোহাম্মদীয়ায় নবুয়তের ধারা অব্যাহত আছে তবে আপনি তার সম্পর্কে কি ধারণা করবেন? হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রাঃ) বলেন যে,- এই প্রশ্নের উত্তর তো দাবীকারকের উপর নির্ভর করে যে সেই ব্যক্তি এই দাবীর উপযুক্ত কি না। যদি এই দাবীকারক ব্যক্তি খোদাভীরু বা ধার্মিক না হয় তবে আমরা তাকে মিথ্যাবাদী বলবো এবং যদি দাবীকারক কোন খোদাভীরু বা ধার্মিক ব্যক্তি হয় তবে আমি এটিই মন্তব্য করবো যে আমার ভ্রান্তি। প্রকৃতপক্ষে নবী বা অবতার আগমন করতে পারে। নিঃসন্দেহে মীর্যা সাহেব যা কিছু লিখেছেন তা সত্য এবং আমার তাঁর উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে।

হযরত মুসলেহ মাওউদ বলেন যে,- হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রাঃ) এর এক বোন এক পীর সাহেবের ভক্ত ছিলেন, তিনি কাদিয়ানে আগমন করেন ও হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর বয়াত গ্রহণ করেন। যখন তিনি প্রত্যাবর্তন করেন তো সেই পীর সাহেব তাঁকে বলে যে,- তোমার কি হোল যে, তুমি মীর্যা সাহেবের বয়াত করলে? তিনি জানালেন যে,- আমি তো মীর্যা সাহেবকে এজন্য মান্যতা দিলাম কারণ যদি আমি তাঁর (আঃ)কে না মানি তবে বিচারদিবসে আমার উপর জুতা বর্ষিত হবে তখন আপনি বলুন কি করবেন? সে আবার বলতে থাকে যে,- এটি নূরুদ্দিনের দুষ্টতা হবে যে সেই তোমাকে এই বিষয়টি বুঝিয়ে আমার নিকট প্রেরণ করেছে, তোমার এ সম্পর্কে বিচলিত হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। যখন বিচারদিবস আসবে এবং পুলসুরাতে যখন সকলে একত্রিত হবো, তখন তোমার পাপ আমি স্বয়ং ধারণ করে নেব আর তুমি চট্‌পট্ জান্নাতে প্রবেশ করবে। তিনি বলেন যে,- পীর সাহেব! আমি জান্নাতে গমন করলে পশ্চাতে আপনার কি দশা হবে? সেই পীর বলে যে,- যখন ফেরেস্তা আমার নিকট আসবে তখন আমি তাদের রক্তিম বর্ণের চক্ষু দেখিয়ে বলবো যে, আমাদের নানা ইমাম হুসেনের শাহাদত বরণ কি যথেষ্ট ছিল না যে আজ বিচারদিবসে আমাদেরও নির্যাতন করা হচ্ছে? বাস এটি শুনেই ফেরেস্তারা লজ্জিত হয়ে পলায়ন করবে এবং আমিও লম্ফ দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করে ফেলবো।

হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়ালের সরলতা ও আনুগত্যের উল্লেখ করতে গিয়ে এক স্থানে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বলেন যে,- আমরা স্বয়ং খলীফা আওয়ালকে দেখেছি যে তিনি মসজিদে বড়ই অবনমিত চিত্তে নতমস্তক হয়ে বসতেন, একবার মসজিদে বিয়ে-সাদীর চর্চা চলছিল। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন,- মৌলবী সাহেব, জামাত বৃদ্ধির একটি বিরাট মাধ্যম হলো বহুল সংখ্যায় সন্তানের জন্মদান করাও বটে, তাই আমার মন্তব্য এই যে, যদি জামাতের সদস্যরা একের বেশী বিবাহ করেন তাতেও জামাতের সংখ্যাবৃদ্ধি সম্ভব। হযরত খলীফা আওয়াল জানু অবধি মাথা তুলেন আর বলেন,- হুযুর, আমি তো আপনার আদেশ মান্য করতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু এই বয়সে আমাকে কোন ব্যক্তি তার কন্যাদান করতে রাজি হবে না। তা শুনে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) হেসে ফেললেন। তাই দেখুন, হযরত মুসলেহ মাওউদ বলছেন, দেখো এই নম্রতা এবং হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর প্রতি আন্তরিকতা ছিল যার ফলে তিনি এই সম্মান পেলেন। আল্লাহতাআলা তাঁর উচ্চতম পদমর্যাদা দান করুন কারণ তিনি সেই সময় হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)কে মেনেছিলেন যখন সারা বিশ্ব তাঁর (আঃ)এর বিরুদ্ধে ছিল। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর সেই কথা যে, জামাত বৃদ্ধির একটি বিরাট মাধ্যম হলো সন্তানের আধিক্যও বটে, তিনি (রাঃ) বলেন যে,- হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) যখন আমাদের বিবাহের প্রস্তাব রাখেন তো সর্বপ্রথমে এই প্রশ্নই করতেন যে, অমুক ব্যক্তির কয়টি সন্তান আছে? এবং তাঁরা কয়টি ভাই ও তাঁদের কয়টি সন্তানসন্ততি আছে?

হযরত মুসলেহ মাওউদ বলেন যে, বর্তমানেও কিছু ব্যক্তি আমার পরামর্শ নেন আর আমি তাদের এই পরামর্শই দিয়ে থাকি যে, এটি দেখো যেখানে সম্বন্ধের জন্য কথাবার্তা চলছে তাদের কয়টি সন্তানসন্ততি আছে। আজকাল বিশ্বের সর্বত্র পরিবার পরিকল্পনার উপর অতিরিক্ত জোর দেওয়া হচ্ছে অথচ এমন দেশসমূহ যেখানে এর উপর বেশী জোর দেওয়া হয় তাদের মধ্যে এবার এ ভাবনা বৃদ্ধি পাচ্ছে যে এটি তাদের ত্রুটি ছিল। যখন মানুষ বিধাতার নিয়মের সহিত সংগ্রামের চেষ্টা করে তখন সমস্যার সৃষ্টি হয়ে থাকে। যাইহোক এটি কথাপ্রসঙ্গে বলা হলো।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়ালের নম্রতা, বিনয় ও সরলতার আরও একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে- সেবা বা খিদমতেরর জন্য বিভিন্ন সামগ্রির প্রয়োজন হতো, খাদ্য রান্নারও প্রয়োজন হতো। প্রারম্ভে যখন হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর নিকট অতিথির আগমন হতো। কেনাকাটার প্রয়োজন হতো আর এটি স্পষ্ট যে এ কাজ শুধুমাত্র আমাদের বংশের লোকেদের পক্ষে সম্ভব ছিল না, প্রায়শই এটি হতো যে জামাতের সদস্যরা মিলেমিশে এ কাজ সম্পন্ন করতেন। সে সময় পদ্ধতি ছিল এই যে, সে সময় যথারীতি অতিথিশালা না থাকায় যদি কোন সামগ্রি এসে যেত আর তা সংরক্ষিত রাখার প্রয়োজন হতো তখন গৃহের সেবিকারা ডাক দিয়ে বলতো যে কেউ আছে তো এসো সামগ্রিকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করো। এক সময় অতিথিশালার জন্য এক গাড়ী খড়-কাঠ (যা জ্বালানীর জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে) সে সময় আকাশে মেঘ ছিল, সেবিকা চিৎকার করে জানায় যদি কোন ব্যক্তি থাকে তো সেগুলি যথাস্থানে রাখার ব্যবস্থা করবে কিন্তু তার ডাকে কেউ মনোযোগ দিল না। তিনি (খলীফা আওয়াল) যখন দেখলেন যে সেবিকার ডাকে কেউ কর্ণপাত করছে না তখন তিনি (রাঃ) মনস্থ করে বললেন যে আজ আমিই সেবক হয়ে যাই, এবং তা বলে খড়ের দলা বা গোবর-জ্বালানী তুললেন এবং ভিতরে রাখা আরম্ভ করে দিলেন।

আবার হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর সহিত হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রাঃ) এর যে প্রীতি বা ভালবাসার সম্পর্ক ছিল তার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে তিনি (রাঃ) বলেন যে,- হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়ালের অভ্যাস ছিল যখন তিনি খুবই আনন্দিত হতেন এবং ভালবাসার সহিত হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর কথা উল্লেখ করতেন তখন 'মীর্যা' বলে সম্বোধন করতেন এবং বলতেন যে, আমাদের মীর্যার অমুক কথা। প্রথমদিকে যখন হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর দাবীর পূর্বে যেহেতু তাঁর পূর্ব হতেই হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর সম্পর্ক ছিল সেই জন্য সে সময় হতেই এই শব্দটি ব্যবহারে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন।

এবার দ্বিপাক্ষিক নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার একটি দৃষ্টান্ত। হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়ালের মধ্যে যেরূপ আন্তরিকতা ছিল তা কারুর নিকট গোপন নেই। একজন হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর নিকট উল্লেখ করে যে, হযরত মৌলবী সাহেব পদচারণের বা ভ্রমণে যান না। তিনি (আঃ) বলেন যে,- তিনি তো প্রতিদিন যান। তাতে তাঁকে বলা হোল যে, তিনি পদচারণের জন্য সাথে তো যান কিন্তু বটবৃক্ষের তলায় বসে পড়েন এবং পুনরায় সাথে যোগদান করেন। এরপর হতে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) সর্বদা খলীফা আওয়ালকে ভ্রমণে নিজের সাথে রাখতেন এবং যখন তিনি দ্রুতগতিতে থাকতেন এবং হযরত খলীফা আওয়াল বহু পিছিয়ে যেতেন তখন তিনি (আঃ) ডাক দিয়ে বলতেন মৌলবী সাহেব অমুক ব্যাপারটির কারণ কি। তা শুনে মৌলবী সাহেব দ্রুত এগিয়ে তাঁর (আঃ) এর নিকট পৌঁছাতেন আর সাথে হাঁটতেন, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) পুনরায় দ্রুত হাঁটা আরম্ভ করতেন এবং এগিয়ে যেতেন কিছু দূর গিয়ে আবার হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) থেমে পড়তেন এবং বলতেন মৌলবী সাহেব অমুক ব্যাপারটি আসলে এরূপ ছিল। বিভিন্ন ধরনের কথা হোত। মৌলবী সাহেব পুনরায় দ্রুততার সাথে এগিয়ে তাঁর নিকট পৌঁছাতেন এবং দ্রুত চলার চেষ্টা করতেন আর ঊর্দ্ধশ্বাস নিতেন কিন্তু হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) তাঁকে নিজের সাথেই রাখতেন। ত্রিশ চল্লিশ গজ চলার পর মৌলবী সাহেব পশ্চাতে থেকে যেতেন এবং তিনি (আঃ) পুনরায় মৌলবী সাহেবকে উদ্দেশ্য করে কোন কথা বলতেন আর তিনি দ্রুত গতিতে তাঁর নিকটে পৌঁছাতেন। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর অভিপ্রায় এই ছিল যেন মৌলবী সাহেবের দ্রুত পদচারণের অভ্যাস হয়।

আবার আরেকটি দৃষ্টান্ত যা হতে হযরত খলীফা আওয়ালের আন্তরিকতা ও ভরসাও প্রকাশ পায়। দিল্লিতে হযরত মীর সাহেব ভীষণ অসুস্থ হয়ে যান। সেখানে এত প্রচন্ড রোগের আক্রমণ হোল যে ডাক্তারগণ অপারেশনের প্রয়োজন আছে বলে জানায়। কিছু লোক বলে যে, অপারেশন ছাড়া বিশেষ হাকীমি ঔষধেও আরোগ্যলাভ সম্ভব তাই হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) হযরত খলীফা আওয়াল (রাঃ)কে টেলিগ্রামযোগে ডেকে পাঠালেন যে, যে অবস্থায় থাকুন চলে আসুন। তিনি বৈদ্যশালায় বসে ছিলেন, কোটও পরিহিত ছিলেন না, কাছে কোন পয়সাও ছিল না। তিনি সম্ভবত হাকীম গোলাম মহম্মদ সাহেবকে সাথে নিয়ে পদব্রজে বাটালায় পৌঁছান। এবার দেখুন এই আন্তরিকতা এবং আনুগত্য যে অতিরিক্ত হাঁটা তাঁর পক্ষে কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল তবু আদেশ হতেই প্রায় বাটালা পর্যন্ত তিনি প্রায় এগার মাইল এর দূরত্ব পদব্রজে পৌঁছে যান। হাকীম সাহেব বললেন যে,- এবার ভাড়া ইত্যাদির কিভাবে ব্যবস্থা হবে? হযরত খলীফা আওয়াল বলেন যে,- এখানে বসো, আল্লাহতাআলা স্বয়ং কোন ব্যবস্থা করে দেবেন। বিশ্বাসের বা ভরসার এটি দৃষ্টান্ত। এমন সময় এক ব্যক্তি এলো, এবং

জানাল যে, আপনি কি হাকীম নূরুদ্দিন সাহেব? তিনি বলেন,- হ্যাঁ। সেই ব্যক্তি বললো যে,- গাড়ি আসতে অন্তত: দশ থেকে পনেরো মিনিট অবশিষ্ট আছে, এবং আমি স্টেশন মাষ্টারকে অনুরোধ করেছি তিনি যেন আপনার অপেক্ষা করেন। আমি বাটালার জেলা শাসক, আমার স্ত্রী ভীষণ অসুস্থ, আপনি তাকে একবার দেখে নেন। তিনি গিয়ে রোগীকে দেখে ঔষধি লিখে দিয়ে ষ্টেশনে প্রত্যাবর্তন করেন। সেই জেলা শাসকও সঙ্গে এলেন এবং বললেন যে,- আপনি গিয়ে গাড়িতে বসে যান, আমি টিকিট নিয়ে আসছি, এছাড়া নগদ পঞ্চাশ টাকা দিয়ে বলেন যে, এটি সামান্যতম উপহার এটি গ্রহণ করুন। তিনি (রাঃ) দিল্লি পৌঁছালেন এবং গিয়ে মীর সাহেবের চিকিৎসা করেন। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বলেন যে,- এটি প্রকৃত বিশ্বাসের স্থান। বিশ্বাসের প্রকৃত স্থানে যারা অবস্থান করে তারা কারুর নিকট চায় না বরং আল্লাহতাআলা মানুষের মনোযোগ তার দিকে করে দেন এবং এভাবে ব্যবস্থা করে দেন কিন্তু সেই ব্যক্তির যার বিশ্বাস আল্লাহর উপর থাকে সে কখনও কারুর নিকট যায় না বরং আল্লাহতাআলা স্বয়ং কাউকে তার অভাব মোচনের জন্য প্রেরণ করে থাকেন। সুতরাং এই বিশ্বাসের উচ্চ পর্যায় যা তিনি অর্জন করেছিলেন। হযরত মুসলেহ মাওউদ বলেন যে,- আমার স্মরণ আছে যে একবার এক রোগী আসে, এবং সে জানায় যে, মৌলবী সাহেবের দ্বারা আমি চিকিৎসা করিয়েছিলাম, যাতে আমার বড়ই উপকার হয়েছে। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) সেদিন অসুস্থ ছিলেন এবং তিনি যখন এ কথা শুনেন তিনি তৎক্ষণাৎ উঠে বসে যান আর হযরত আম্মাজান (রাঃ) কে বলেন,- আল্লাহতাআলাই মৌলবী সাহেবকে অনুপ্রাণিত করে এখানে এনেছেন আর এখন সহস্রাধিক মানুষ তাঁর দ্বারা উপকৃত হচ্ছে, যদি মৌলবী সাহেব এখানে না আসতেন তবে ঐ সমস্ত মানুষের চিকিৎসা কিভাবে সম্ভব হোত। সুতরাং মৌলবী সাহেবের সত্তাও খোদাতাআলার অনেক বড় অনুগ্রহ। এটি কৃতজ্ঞতা ছিল কিন্তু এটি বহিঃপ্রকাশে তিনি কোন অতিরঞ্জনের আশ্রয় নেননি।

হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল এর নম্রতা ও ভদ্রতার যে পরাকাষ্ঠা ছিল তার উল্লেখ এক সাহাবীর বরাতে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বলেছেন। তিনি বলেন, এক সাহাবীর বর্ণনা এই যে, তিনি বলেন যে,- একবার আমি হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর সহিত সাক্ষাতের জন্য এলাম, তিনি মসজিদ মুবারকে উপবিষ্ট ছিলেন এবং দরজার কাছে প্রচুর জুতা ছিল। এক সাধারণ বস্ত্র পরিহিত ব্যক্তি এসে জুতাগুলির উপর বসে পড়ল। সেই সাহাবী বলেন যে,- আমি মনে করলাম এ কোন জুতা চোর হবে, সুতরাং আমি নিজের জুতার পর্যবেক্ষণ করা আরম্ভ করে দিই, যেন সে নিয়ে না পালায়। তিনি বলেন কিছু দিন পর হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) মৃত্যুবরণ করেন এবং আমি শুনলাম যে তাঁর স্থলে অন্য কোন ব্যক্তি খলীফা হয়েছেন, তা শুনে আমি বয়াতের উদ্দেশ্যে আসি, যখন আমি বয়াতের জন্য নিজ হস্ত প্রসারিত করলাম দেখলাম তিনি সেই ব্যক্তিই ছিলেন যাকে আমি নিজ মূর্খতার দরুন জুতা চোর মনে করেছিলাম অর্থাৎ হযরত খলীফা আওয়াল, এবং আমি ভীষণ লজ্জিত হলাম। আল্লাহতাআলা তাঁকে পদমর্যাদায় উন্নীত করতে থাকুন এবং তাঁর নামে কলহসৃষ্টিকারীদেরকেও বুদ্ধি দান করুন এবং বোধশক্তি দান করুন, আমাদেরও হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর আশানুযায়ী এই দৃষ্টান্ত হতে শিক্ষা লাভ করার সৌভাগ্য দান করুন।

আজ মরিশাসের বাৎসরিক জলসাও হচ্ছে এবং মরিশাসে আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠার একশত বর্ষ পূর্ণ হয়েছে, তারা তাদের শতবার্ষিকি উদযাপন করছে। আল্লাহতাআলা তাদের এই জলসাও সর্বতভাবে সাফল্যমন্ডিত করুন এবং এই শত বর্ষ আগামি দিনের উন্নতির বলিষ্ঠ মাধ্যম স্বাব্যস্ত হোক এছাড়া নিত্য নতুন পরিকল্পনা নিতে সাহায্য করুন, কিছু কলহসৃষ্টিকারী মানুষও সেখানে আছে আল্লাহতাআলা তাদের হাত হতে জামাতকে রক্ষা করুন এবং প্রত্যেক মন্দ হতে রক্ষা করুন ও সর্বতভাবে জলসাকে ও তার অনুষ্ঠানাদিকে বরকতমন্ডিত করুন। আমীন

অনুবাদক: বুশরা হামীদ, নাজারাত নাশরো ইশাআতের নির্দেশক্রমে

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar 13th November, 2015

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To.....

.....

.....

NAZARAT NASHR-O-ISHAAT, QADIAN, INDIA